দৈনিক বাংলা

তারিখ 23 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

24

সংসদে প্রশ্নোত্তর

১৩টি মেডিক্যাল কলেজে বছরে ১৩৯১ ছাত্রছাত্রী ভর্তি হন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ দেশের ১৩টি মেডিক্যাল কলেজে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৮ হাজার ৬শ' ৭০ জন। প্রতিবছর কলেজগুলোতে মোট এক হাজার ৩শ ৯১ ছাত্রছাত্রী ভর্তি হন। এর মধ্যে ১৬টি আসন উপজাতি ও ৫০টি আসন বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত আছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উপমন্ত্রী আবদুল হাই রোববার বিকালে জাতীয় সংসদের ঘাদশ অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে এ তথ্য জানান। তিনি জানান, বৃটিশ মেডিক্যাল কাউন্সিল ৫টি মেডিক্যাল কলেজকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

তিনি সংসদ সদস্যগণ উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে জানান, '৯৩-৯৪ অর্থবছরে ৫৫টি থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স মেরামত ও পুনর্বাসনের কাজে ৩২ কোটি ৬৭ লাখ টাকা ব্যয় হবে। উপমন্ত্রী জানান, বর্তমানে ২ হাজার ৬শ ৫৭টি ইউনিয়নে পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র চালু আছে। ৪র্থ পরিকল্পনায় আরো ১শটি নতুন এবং ৫শ পল্লী দাতব্য চিকিৎসালয়কে পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে উন্নীত করা হবে এবং পরবর্তী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আরো ৬শ ৬৮টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে বলে তিনি জানান।

তিনি জানান, বর্তমানে মাতৃ মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে লাইফ বার্থে ৫ দশমিক ৭ জন। '৯৫ সালের মধ্যে এই হার ৪ দশমিক ৫ জনে কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। সকল জেলা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জনাব আবদুল হাই জানান।

উপমন্ত্রী জানান, দেশে বার্ষিক প্রায় ৮শ ১৩ কোটি টাকা মূল্যের ওষুধের প্রয়োজন হয়। এর মধ্যে ৯৪ দশমিক ৭১ ভাগ ওষুধ দেশে উৎপাদিত হয়। কেবলমাত্র শতকরা ৫ দশমিক ২৯ ভাগ ওষুধ আমদানী করা হয়। তিনি জানান, ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও মূল্য নির্ধারণ কমিটি রয়েছে।

স্বাস্থ্য উপমন্ত্রী জানান, পিজি হাসপাতালসহ দেশের সকল হাসপাতালে সাধারণ শয্যায় রোগীদের খাবার বাবদ প্রতিদিন মাথাপিছু ১৮ টাকা, পেয়িং বেডে ২২ টাকা ও কেবিনে ২৫ টাকা ব্যয় হয়।

কাবা গৃহের কাছে সরকারী ব্যবস্থাপনায় বাসা

ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী কেরামত আলী সংসদে জানান, ১৯৯৪ সালে সরকারী ব্যবস্থাপনায় হজব্রত পালনেচ্ছুদের জন্য পবিত্র কাবা গৃহের কাছাকাছি অগ্রিম বাসাভাড়া নেয়া হবে। এ জন্য প্রত্যেক হজযাত্রীর কাছ থেকে ১৬ হাজার টাকা অগ্রিম নেয়া হবে। তিনি জানান, জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আশকোনা নামক স্থানে একটি স্থায়ী হাজী ক্যাম্প তৈরীর কাজ চলছে।

মন্ত্রী বলেন, গত পয়লা জুলাই থেকে এ পর্যন্ত হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্য ২০ লাখ ৭৭ হাজার এবং বৌদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য ৫ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়েছে। তিনি জানান, এ বছর মহাসমারোহে প্রতিমা পূজার মাধ্যমে যথাযথভাবে দুর্গোৎসব পালিত হয়েছে।

জনাব কেরামত আলী জানান, '৮৩ সালের মসজিদ শুমারি অনুযায়ী দেশে মসজিদের সংখ্যা এক লাখ ৩২ হাজার ৩শ ১২টি। এই সংখ্যা এখন ২ লাখে উন্নীত হতে পারে বলে তিনি জানান। মন্ত্রী বলেন, এ পর্যন্ত সর্বমোট ৩ হাজার ১শ ৬১ জন ইমামকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তিনি জানান, এ পর্যন্ত ১শ ৫১টি ধর্মীয় সংগঠনকে ২২ লাখ ৮০৫ হাজার টাকা মঞ্জুরি দেয়া হয়েছে।

১১টি নৌবন্দর

নৌপরিবহন মন্ত্রী সংসদে জানান, বর্তমানে ১১টি নৌবন্দর রয়েছে। এছাড়া ঢাকার কেরানীগঞ্জ থানার পানগাঁওতে একটি নৌবন্দর নির্মাণ করা হবে।

তিনি জানান, গত অর্থবছরে চট্টগ্রাম বন্দরে ৬৪ লাখ ৯৬ হাজার মেট্রিক টন এবং মংলায় ১৭ লাখ ৫৮ হাজার মেট্রিক টন মালামাল খালাস করা হয়।

দুঃস্থ শিল্পী, কবি-সাহিত্যিকদের জন্য ভাতা

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম সংসদকে জানান, '৯২-৯৩ অর্থবছরে ৫শ ৬২ জন দুঃস্থ শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিককে মাসিক ভাতা হিসাবে ৪৪ লাখ টাকা দেয়া হয়েছে। তিনি জানান, '৯৩-৯৪ অর্থবছরে এই খাতে ৪শ ১ জনকে ৪৪ লাখ ১৮ হাজার টাকা দেয়ার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

তিনি জানান, গত অর্থবছরে সংস্কৃতিসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে ৩১ জনকে এককালীন ২ লাখ ৬০ হাজার টাকা এবং চলতি অর্থবছরে শিল্পী আবুল হাশেম খানের চিকিৎসার জন্য এককালীন ৫০ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে।